OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 567 - 572
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

রাণী সুমিত্রা থেকে তপতী হয়ে ওঠা - ‘তপতী’ নাটকে আত্মত্যাগের পথে এক আদর্শ স্থাপনের যাত্রা

ড. ঋতুপর্ণা বসাক দাশগুপ্ত
সহযোগী অধ্যাপিকা, ইংরাজি বিভাগ
শিলিগুড়ি বি. এড. কলেজ, দার্জিলিং
Email ID : ritunbu@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
দাম্পত্য প্রেম, দ্বন্দ্ব, সংকট, আদর্শ, তপতী।

Abstract
নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার জীবনসঞ্জাত অভিজ্ঞতাকে দ্বন্দ্ব, আবেগ, সংলাপ ও কর্মের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন এবং একটি বার্তা পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে একান্তই কবি এবং নাট্যকার হিসেবে তাঁর দুর্বলতা যাকে “ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি” - অনেক সমালোচককৃত এ অভিযোগ দীর্ঘকালের হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ট্রাজেডি নাটক গুলিতে রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা সুস্পষ্ট। সেই অনন্যতা তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন রীতির কুশলতায়, বলার আর্ট দিয়ে তিনি তাঁর ট্রাজেডির স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ‘তপতী’ নাটকটি একাধারে প্রেম, সংকট ও দ্বন্দ্বের কথা বলে। এই দ্বন্দ্ব ও সংকট একদিকে কাশ্মীর ও জালন্ধরের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পর্ক আবার অপরদিকে রাজা বিক্রমদেব এবং রানী সুমিত্রার ব্যক্তিগত দাম্পত্যকে অস্থির করে তোলে। বিক্রমের স্বার্থকেন্দ্রিক বাসনা এবং জোর করে সুমিত্রার প্রেমকে অধিকৃত করতে চাওয়ার মোহপাশ থেকে তাকে কিছুতেই মুক্ত করতে না পেরে শুরু হয় সুমিত্রার আত্মশুদ্ধির তপস্যা যা তাকে উন্নীত করে তপতীতে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দাম্পত্যের নির্মাণ ও বিনাশের কারণ ও স্বরূপ অন্বেষণের একটি প্রয়াস করা হবে।

Discussion

রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রানী’ (১৮৮১) নাটকখানি আগাগোড়া নতুন ভাবে লিখিত হয়ে তাঁরই হাতে ‘তপতী’ (১৯২৯) নাটকে নবরূপ লাভ করেছে। কানাডা-জাপান সফরের শেষে শান্তিনিকেতনে ফেরার পরে নিঃসঙ্গতা যখন তাঁকে গ্রাস করছিল সেই সময় তিনি হাত দিলেন ‘তপতী’ রচনায়। কয়েকমাস আগে কলকাতায় ‘রাজা ও রানী’ নাটকটি অভিনয়ের পরিকল্পনা হওয়ায় তাকে অভিনয় যোগ্য করে তোলার জন্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও পরিমার্জিত করে তার নামকরণ করেছিলেন ‘ভৈরবের বলি’ কিন্তু নিজের রচনায় নিজেই খুশি হতে না পেরে শেষপর্যন্ত পাঁচ মাস পরে লিখলেন নতুন নাটক ‘তপতী’। প্রভাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (তৃতীয় খণ্ড) জানাচ্ছেন যে নির্মল কুমারী মহলানবিশকে ১৯২৯ সালের ৮ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েছে - দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি - বোধ করি দিন দশেকের বেশি সময় নেয় নি।"[১]

প্রথমে পাণ্ডু লিপিতে নাটকের নাম দিয়েছিলেন 'সুমিত্রা', পরে গ্রন্থ মুদ্রণের সময় নাম দেন 'তপতী'। অবশ্য এমন নামান্তর ও রূপান্তর রবীন্দ্র নাট্যধারার একটি বিশিষ্টতা বলা যেতে পারে যা সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, -

> "রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনেক নাটককে পরবর্তীকালে রূপান্তর ও নামান্তর দিয়াছেন, তাহা ছাড়া নূতন সংস্করণের সময়েও অনেক নাটককে প্রভূত পরিমাণে সংস্কৃত করিয়াছেন। কোন কোন নাটকের রূপান্তর এত অধিক হইয়াছে, যে দুখানিকে স্বতন্ত্র নাটক বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত, যেমন রাজা ও রাণী এবং তপতী।"[২]

এখানেই রবীন্দ্রনাথের অনন্যতা কারণ অন্যান্য অনেক নাট্যকারকে স্বরচিত নাটকের সংস্করণভেদে পরিমার্জনা করতে দেখলেও স্বতন্ত্র নাটকের মর্যাদায় বিকল্প রূপ দিতে বড় একটা দেখা যায় না।[৩]

নতুন নাটক 'তপতী'র ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, -

> "'রাজা ও রানী' আমার প্রথম বয়সের রচনা, সেই আমার প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা। সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ আছে - সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই বিরোধের সমাধা হয়। বিক্রমের যে প্রচণ্ড আসক্তি পূর্ণভাবে সুমিত্রাকে গ্রহন করার অন্তরায় ছিল, সুমিত্রার মৃত্যুতে সেই আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্য উপলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল, এইটেই রাজা ও রাণীর মূল কথা। রচনার দোষে সেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়নি।"[৪]

এবারে সেই ভাবটি স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠল যখন কাব্য নাট্য 'রাজা ও রানী' রূপান্তরিত হল গদ্যনাট্য 'তপতী'তে।

আদর্শ বাদে অনুপ্রাণিত ভারতীয় চেতনায় সাহিত্যের সত্য রূপে ট্রাজেডির সত্যকে মর্যাদা দেয়নি ভারতীয় সাহিত্য - এমনটাই বলেছেন অশ্রু কুমার শিকদার তাঁর 'রবীন্দ্র নাটকে রূপান্তর ও ঐক্য' শীর্ষক গ্রন্থে। তাঁর মতে –

> "যে জীবন দৃষ্টির ফলে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি কোন দিন প্রশ্রয় পায়নি সেই জীবন দৃষ্টি ক্রমে-ক্রমে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন অধিক পরিমাণে লাভ করেছিল। উপনিষদীয় আনন্দবাদের তত্ত্বকে তিনি যে শুধু সচেতনভাবে গ্রহন করেছিলেন তাই নয়, তাঁর ঐতিহ্য সচেতন মনের স্বাভাবিক গঠনও ঐ মতবাদের অনুকূল ছিল... আদর্শবাদী চেতনার উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথ আঙ্গিকগত প্রয়োজনেই 'রাজা ও রানী'কে 'তপতী'তে রূপান্তরিত করেননি - এই ঐতিহ্যের প্রভাবে তিনি 'রাজা ও রানী'র ট্র্যাজিক চেতনার অসম্পূর্ণ ও অসার্থক প্রকাশ টুকু 'তপতী' রচনাকালে অপসারিত করেছেন।"[৫]

উপনিষদীয় আনন্দবাদের তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি নাটক রচনার এক স্বকীয় ধারার প্রবর্তন করলেন। শঙ্খ ঘোষের মতে বিসর্জন লেখার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে শুরু করেছিলেন যে চলতি ট্রাজেডির ধারণা না তাঁর নিজস্ব জগত না

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভারতবর্ষের।[৬] নাটকের পরিণামে সুমিত্রা যেভাবে তপতী হয়ে উঠলেন তার মধ্য দিয়ে নবজীবনের প্রতি ইঙ্গিত, দ্বন্দ্ব অবসানে স্বকীয়তার সেই প্রতিষ্ঠার কথাটিই মুখ্য হয়ে ওঠে।

নাটকের প্রারম্ভে ভোগের দেবতা মদন আর ত্যাগের দেবতা রুদ্র ভৈরবের পুজোর দ্বন্দ্ব দিয়ে নাটকের দুই মুখ্য চরিত্র বিক্রম ও সুমিত্রার জীবনে আসন্ন দ্বন্দ্বের আভাস রচিত হয়। জলন্ধর রাজ বিক্রম কাশ্মীর রাজ্য জয় করে রাজ কুমারী সুমিত্রাকে বিবাহ করতে চাইলে 'প্রজা রক্ষার করুণায় কাশ্মীরের অসম্মান স্বীকার করে' সুমিত্রা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং প্রার্থনা করেন, 'রুদ্রের প্রসাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়'। তাই এই বিবাহ সুমিত্রার সানন্দ অনুমোদন সিদ্ধ ছিল না। ছিল একপ্রকারের সমঝোতা যা তিনি করতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন পুর বৃদ্ধ গণের অনুরধে, বিক্রমের আক্রমণে ও উৎপাতে ধ্বস্ত কাশ্মীরকে বাঁচাতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ব্যথিত ও বিহ্বল সুমিত্রা মার্তণ্ড দেবের মন্দিরে তিন দিন তপস্যা করে নিজেকে শোধিত করে দাম্পত্য বরণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই সুমিত্রার চরিত্রে তপস্যার ভুমিকা প্রস্তুত করেছেন। সুমিত্রার কাছে দাম্পত্য এক তপস্যা। ধ্যান ও উপবাসের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরকে শুদ্ধ করে অসহ্য অপমানবোধকে দগ্ধ করে তারপর স্বামী রূপে বিক্রমকে বরণ করেছিলেন সুমিত্রা। অর্থাৎ সুমিত্রা প্রথম থেকেই ত্যাগ ও তপস্যার প্রতিমূর্তি। তাঁর প্রেমে মিশে আছে পরহিত, প্রজা বাৎসল্য, প্রেম ও করুণাধারা। বিবাহের পর থেকে সুমিত্রা প্রতিদিন মনে মনে এই সাধনা করে চলেন যে দুর্জয় আসক্তিতে তিনি কিছুতেই ভেসে যাবেন না, সেই দুর্জয়তাকে ঠেকাতে গিয়েই তাঁর মন অবিচল পাষাণ হয়ে উঠল ধীরে ধীরে। তিনি রাণীর দায়িত্ববোধে সচেতন বলেই তাঁর সংঘাত ক্রমশ জটিল আবর্তময় হয়ে উঠতে দেখা যায়। তাই বিক্রম যখন মকরকেতনের পূজার আয়োজন করে নগরীকে ঢেকে দিতে চান উৎসবের আতিশয্যে, তখন সুমিত্রা যোগীশ্বর বৈরাগী কৈলাসনাথের কাছে হয়েছেন আত্মসমর্পিত। দুই পূজারীর দুই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত দুই দেবতার কাছে পূজা তাদের ব্যক্তিত্বের পার্থক্যকে প্রকটতর করে মাত্র।

জালন্ধররাজ বিক্রম কাশ্মীর রাজ্য জয় করে সেখানকার রাজকুমারী সুমিত্রাকে বিবাহ করে এনে রাজ্যে বিজয়োৎসবের আয়োজন করে মদনদেবকে উৎসবের কর্তৃত্ব দিতে চাইলে তাঁর সুহৃদ তথা রাজ্য ও রাজার হিতৈষী দেবদত্ত পরামর্শ দিয়েছেন রুদ্র ভৈরবকে সে কর্তৃত্ব দিতে কারণ রুদ্র ভৈরব মানুষকে মদন দেবের মতো শুধু স্বপ্ন জগতে অলস ভাবে রূপ-সৌন্দর্য উপভোগের মধ্যে বেঁধে না রেখে তাকে ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ঊর্ধে বৃহত্তর জীবনাদর্শের প্রতি নিয়োজিত হবার জন্য শক্তি প্রদান করেন এবং মোহ আবরণ ছিন্ন করেন। ভৈরব দেবতার প্রাঙ্গণে দেবদত্ত ও একদল উপাসক যোগীশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে গান গেয়েছেন, "হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো।/ দূর করো মহারুদ্র,/ যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,/ মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ" - এই গান ভোগের দেবতা মদনকে ভস্মীভূত করে শিব অর্থাৎ মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা প্রার্থনা করেছে। বিক্রম দেবের অন্ধ আবেগের বিপরীতে রয়েছে সুমিত্রার নিঃস্বার্থ ত্যাগ। বিক্রমের কর্তব্য বিমুখতা ও সৌন্দর্য মোহে কল্যাণবোধহীনতা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তিনি সুমিত্রার বাহ্যিক অপরূপ রূপের মোহে পাগলপ্রায়, কিন্তু সুমিত্রার অন্তরের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও লাবণ্যের পরিচয় পেতে চাননি কখনো। রাণী সুমিত্রার বহিরঙ্গ রূপের অন্তরালে গভীরতর এক সত্য ও সুন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি রয়ে গিয়েছেন অজ্ঞ। আর তা দেখতে ও বুঝতে ব্যর্থ বিক্রমের সাথে এ নিয়েই দেবদত্তের তর্ক বেঁধেছে। দেবদত্ত যথার্থই বলেছেন, "নির্বাসন তো তুমিই দিতে চাও তাঁকে অন্তঃপুরে, প্রজারা তাঁকে চায় সর্বজনের রাজসিংহাসনে। তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ অংশ প্রজাদের; শুধু কি তিনি রাজবধূ? তিনি যে লোকমাতা"। এই 'লোকমাতা'র ভুমিকা বিক্রম কিছুতেই বুঝতে চাননি। শুধু তাইই নয়, প্রেমে অন্ধ হয়ে রাজার কর্তব্যকে পর্যন্ত অবহেলা করেছেন গর্বভরে কিন্তু সুমিত্রা তা মেনে নিতে পারেননি। বিক্রমের ভোগের আকাঙ্ক্ষা সুমিত্রাকে শুধু ভোগের রাজ্যে পেতে চায় কিন্তু সুমিত্রা তা চান না, তিনি চান চিত্রাঙ্গদার মতো স্বামীর পাশে থাকতে, সব সঙ্কটে সম্পদে বিক্রমের সহচরী হয়ে দাঁড়াতে। তাই তিনি বলেন, "আমাকে কেন তুলে নিয়ে যাও না সিংহাসনের পাশে?... আমার অনুরোধ রাখো। আমি এসেছি প্রজাদের হয়ে প্রার্থনা জানাতে"। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর জীবনবীণার তার সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে বাঁধা। সুমিত্রার মন জয় করতে বিক্রম বলেন, "আমার রাজ কোষ তোমার পায়ের তলায় সম্পূর্ণ ফেলে দিচ্ছি... তোমার দাক্ষিণ্যের প্লাবন বয়ে যাক এ রাজ্যে। তখন সুমিত্রা উত্তর দেন, - "ক্ষমা করো মহারাজ... অন্যায়ের হাত থেকে প্রজারক্ষায়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যদি মহিষীর অধিকার আমার না থাকে, তবে এসব তো বন্দিনীর বেশভূষা – এ আমি বইতে পারব না। মহিষীকে যদি গ্রহণ করো সেবিকাকেও পাবে, নইলে শুধু দাসী? সে আমি নই"।

দু'জনের দাম্পত্যের আদর্শে বিশাল ব্যাবধান। বিক্রম চেয়েছেন নিষ্কাম প্রেমকে সকাম প্রেমের সঙ্কীর্ণতায় বেঁধে সঙ্কুচিত করে রাখতে আর সুমিত্রার প্রেমে রয়েছে দুরূহ তপস্যা - সে প্রেম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বেড়িয়েছে জীবনভর। শান্তিনিকেতন রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে প্রেম দুঃখকে স্বীকার করে নেয়... এই দুঃখের মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে"। সুমিত্রার প্রেম এইরকম-ত্যাগ-দুঃখ-তপস্যায় উজ্জ্বল।

অবশেষে কাশ্মীর থেকে আগত কর্মচারীদের অত্যাচারে জর্জরিত জলন্ধরবাসীগণের অসহায় আর্তনাদে, সতীতীর্থের তীর্থযাত্রীদের কাছ থকে জোর পূর্বক কর আদায় এবং সতী ধরমের অবমাননার সংবাদে সুমিত্রার সহ্যশক্তি শেষ সীমা অতিক্রম করে। রাজা বিক্রমের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখে চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে, "রূপ দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারিনি, শুভকামনা দিয়ে তোমার রাজ্যের অকল্যাণ দূর করতে পারলুম না" - চিঠি পড়ে সঙ্কীর্ণ ক্রোধে অন্ধ হয়ে বিক্রম বলেছেন, "পদানত ধূলিশায়ী কাশ্মীরের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে বন্দিনী করে, যেমন করে দাসীকে নিয়ে আসে"। এবারে দাম্পত্যের দ্বন্দ্ব সমস্ত শালীনতা ও সম্মানের সীমা লঙ্ঘন করে গেছে। কিন্তু সুমিত্রা কোন সংঘাত বা বিদ্রোহের পথে না গিয়ে স্বীয় আদর্শ রক্ষার্থে রাজরাণী থেকে তপতী হয়ে উঠলেন। এ নাটকের মুলকথা এসেছে বিদিশার সংলাপে, - "ওই ভুবনভুলানো রূপ নিয়ে কোথায় সুদূরে দাঁড়িয়ে রইলে তুমি - কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না। এ কি নিষ্ঠুর নিরাসক্তি... রাজ বৈভবের জালে পারলে না তোমায় বাঁধতে, তুমি যত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী"।

এ নাটক শেষ হয়েছে রাণী সুমিত্রার আত্মত্যাগে মিলন-বিচ্ছেদের ঊর্ধে এক অমলিন অমৃতলোকের বিভায় সুমিত্রা হয়ে উঠলেন তপতী। তখন তিনি স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা-বেদনা-ক্রোধের গণ্ডিতে বাঁধা মানবী নন আর, আত্মশুদ্ধির পথে যাত্রারত এক সমর্পিতা পূজারিণী তপস্বিনী। নীহার রঞ্জন রায় 'রাজা ও রানী' এবং 'তপতী'র সুমিত্রাকে তুলনা করে মন্তব্য করেছেন, -

> "রাজা ও রানীর সুমিত্রা মানবী ছিলেন... কিন্তু তপতীর রাণী ত্যাগের কঠোর তপস্যায় মানবীয় দোষগুণ হইতে প্রায় যেন দেবীর পর্যায়ে উঠিয়া গিয়াছেন এবং গল্পবস্তুনিহিত তত্ত্বটি যেন আত্ম প্রচারে উন্মুখ হইয়াছে...।"[৭]

সম্ভবত এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ নাটকের নাম প্রথমে 'সুমিত্রা' রাখতে চেয়েও শেষপর্যন্ত 'তপতী' রাখাই শ্রেয় মনে করেছেন। 'সুমিত্রা' নামকরণ হলে সেখানে এক মানবীর কাহিনী প্রাধান্য পেত আর সেক্ষেত্রে নামকরণ ও নাটকের মুল বক্তব্যের মধ্যে একটা বৈষম্য প্রকট হত। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ আদর্শের প্রতি এক নারীর অবিচল বিশ্বাস এবং সেই আদর্শ রক্ষার্থে সাধনা ও চরম সাধনার চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে জনৈক স্ত্রীলোক তার সঙ্গিনীদের রাণী সুমিত্রার খবর জানিয়ে বলে যে, "প্রণাম করে বললুম, তুমি আমাদের রাজকুমারী সুমিত্রা। তিনি বললেন, আমার নাম তপতী"।

আত্মাহুতির আয়োজন সম্পূর্ণ করে বিক্রমকে মন্দিরে ডাকতে পাঠিয়েছেন সুমিত্রা কারণ এবারে তিনি সর্বশেষ পরিণতির জন্য প্রস্তুত।সংকল্প করে ফেলেছেন, "তাঁর মোহগ্রন্থি ছিন্ন করে দিয়ে চলে যাবো"। ভার্গবকে মন্দিরের দরজা খুলে বলেন তিনি। প্রচণ্ড পদক্ষেপ নেবার পূর্বে উচ্চারণ করেন, "রুদ্রের কাছে বহুদিন পূর্বে আত্মনিবেদন করেছিলুম, ব্যাঘাত ঘটেছিল, সংসার আমাকে অশুচি করেছে। তপস্যা করেছি, আমার দেহমন শুদ্ধ হয়েছে... তাঁর পরম তেজে আমার তেজ মিলিয়ে দেব"। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশয্যায় পদ্মের অর্ঘ্য হাতে সূর্যমন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে সানন্দে প্রবেশ করেছেন রাণী সুমিত্রা— হয়ে উঠেছেন স্থিতধী তপস্বিনী তপতী। তিনি যেন আর মর্ত্যের মানবী সুমিত্রা নন - আঁধারনাশক আলোক দেবতা সূর্যের কন্যা তপতী, সূর্যভক্ত সংবরণ রাজার তপোনুরক্তা স্ত্রী। আলোক দেবতার আগমনে যেমন সমস্ত ক্লেদ, অন্ধকার ও জড়ত্ব নাশ হয়ে আশা ও প্রাণের সঞ্চার হয় ঠিক তেমনই আত্মতেজে উজ্জ্বল তাপসী সুমিত্রা সাক্ষাৎ মুক্তি দূতী হয়ে উঠেছেন বিক্রমের অত্যাচারী রাজশাসনে বিপর্যস্ত প্রজাকুলের কাছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে সুমিত্রার ভালবাসাকে পৌরুষের অহংকারে অধিকার করতে চেয়ে রাজ্যজুড়ে হিংসা যজ্ঞের তাণ্ডব রচনা করলেন বিক্রম সেই অগ্নিকেই শেষ আশ্রয় রূপে বরণ করে রাণী সুমিত্রা হয়ে উঠলেন তপতী। সুমিত্রার আত্মাহুতিতে একথাই স্পষ্ট হল যে শক্তি আর স্পর্ধার আস্ফালনে রাজ্যজয় করা সম্ভব কিন্তু হৃদয় জয় করা অসম্ভব। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা ও রাণীর বিক্রমদেব নাটকের শেষে সুমিত্রার মৃত্যুর পরে অনুশোচনা প্রকাশের যে অবকাশ পেয়েছিলেন তপতী নাটকে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। সুমিত্রার আত্মবলিদানে মার্তণ্ড মন্দিরে শান্তিমন্ত্র উচ্চারিত হল ঠিকই, কিন্তু সে ভয়াবহ পরিণামে বিক্রমের মধ্যে অনুশোচনাজাত কামাসক্তির অবসানে মোহমুক্তি ঘটল কিনা তা বোঝবার উপায় নেই কারণ নির্বাক ও হতচকিত বিক্রমের চোখের সামনে নাট্যকার যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তাঁর এই আত্মাহুতিতে হয়ত বিক্রমের জাগরণ ঘটবে মোহসর্বস্বতা থেকে এই আশায় নাটকটি শেষ হয়েছে।

লুকাস তাঁর ‘Tragedy’ গ্রন্থে বলেছেন, -

> “We realize that there is no rule about the character of tragic characters except that they must have character; and we can only add that not wickedness but weakness remains the hardest of all human qualities to make it dramatic.”[৮]

এই ধারণার ভিত্তিতে বলা চলে যে চারিত্রিক সত্তার ভালো বা মন্দ দিক নয়, সেই সত্তার শক্তিতেই নিহিত আছে ট্রাজিক চরিত্র হয়ে ওঠার চাবিকাঠি। তাই বিক্রমের চরিত্রের মধ্যে যে শক্তি ও স্পর্ধা রয়েছে তা একদিকে যেমন তাঁকে দিয়েছে নায়কের মর্যাদা অপরদিকে তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি, উগ্রতা, ভারসাম্যবোধের অবলুপ্তি ঠেলে দিয়েছে বিনাশের পথে। এই মারাত্মক চারিত্রিক ত্রুটির কারণে বিক্রম হয়ে উঠেছেন আত্মশক্তির অপচয় ও আত্মবিনাশের স্পষ্ট উদাহরণ। ট্রাজিডি আরো মর্মন্তুদ হয়ে উঠল এই কারণে যে আত্মবিনাশে নিজের মৃত্যু হল না- মৃত্যু ঘটালো প্রিয়জনের। যাকে অধিকার করার জন্য এত আয়োজন, এত প্রচেষ্টা, এত স্খলন সে নিজেকে নিয়ে গেল সব কিছুর ঊর্ধে- আত্মসম্মান রক্ষার্থে নিল চরম পদক্ষেপ, দিল আত্মাহুতি। সোমেন্দ্র নাথ বসু তাঁর ‘রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজিডি’তে বিষয়টিকে যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন, -

> “বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা মানুষ মাত্রেই করে। নিজের মনের মতো একটা জীবনের খসড়া সকলেই তৈরি করে নিতে চায় কিন্তু নানা রকম প্রতিবন্ধকতা অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা জীবনে ঘটিয়ে দেয়। আঘাতে আঘাতে তার স্বাভাবিক সত্তা যখন আত্ম রক্ষণশীল হয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয় ...মনের গতি তখন একমুখী - জীবনের সামগ্রিকতা বোধ প্রায় লুপ্ত। পতনের একটা গতি আছে, একটা ভরবেগ বা momentum আছে। একবার পড়তে শুরু করলে বস্তুর পড়ার গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই ভারসাম্যচ্যুতি, শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই ট্রাজিডির নায়ক চরিত্রের পরিণতি। ফলে বহির্জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, যখন বোঝাপড়া করার মনটা নষ্ট হয়ে যায়, তখন ব্যূহ-আবদ্ধ যোদ্ধার মতো তাকে লড়াই করতে হয়- নিয়তির সঙ্গে, নিজের অজান্তে নিজের গড়া অবস্থার সঙ্গে।”[৯]

এই নাটকে বিক্রমের অবস্থাও এই রকম। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে বিক্রমের আত্মঘাতী প্রেম বিশ্বঘাতী প্রতিহিংসায় পরিণত হয়ে তার চরিত্রকে এমন একমুখী করে ফেলেছে যে সংসারের সামগ্রিকতার সাথে তার মনের যোগ ছিন্ন হয়েছে। ক্রোধ, উত্তেজনা, অহংকার ও অভিমানে অন্ধ মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে নিজস্ব কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খাদে পড়ে। এই অন্ধত্বকেই এরিস্টটল বলেছেন ‘peripeteia’; এর ফলে নিজের জীবনের সাথে সাথে প্রিয়তম ব্যক্তির জীবনেও ঘনিয়ে আসে চরম বিপর্যয় যাকে লুকাসের ভাষায় বলা যায়, -

> “...again and again men do thus laboriously contrive their own annihilation or kill the thing they love.”[১০]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 64
Website: https://tirj.org.in, Page No. 567 - 572
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দাম্পত্যের দ্বন্দ্ব এ নাটকের চাবিকাঠি হলেও রবীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্বকে শুধু আদর্শ বা ভাবের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ রাখেননি - অন্তর্নিহিত তাড়নায় বিক্রমের চরিত্রের দ্বিখন্ডীকরণের চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছেন।

'তপতী' নাটকটি রচিত হয় 'যোগাযোগ' উপন্যাস রচনার প্রায় এক বছরের মধ্যে। উভয় রচনাতেই মুখ্য পুরুষ চরিত্র নারীকে ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখে – সংসারে বা রাজ্যে স্ত্রীর কোন নির্মাণমূলক ভুমিকাকে স্বামী স্বীকার করে না বা বলা ভাল যে স্বীকার করতে চায় না। যোগাযোগের কুমুকে রবীন্দ্রনাথ সংসারে ফিরিয়ে এনেছিলেন কিন্তু সুমিত্রাকে কামনা জর্জরিত সংসারে আর ফেরান নি। পুরাণের রাজা সংবরণ দীর্ঘ তপস্যার পরে সূর্য কন্যা তপতীকে লাভ করে রাজকার্য ভুলে মোহে মত্ত হয়ে পড়লে তপতী সংবরণের মধ্যে মঙ্গল বোধ জাগ্রত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু সুমিত্রা তা পারেননি। কিন্তু শুভঙ্করী রূপের প্রকাশ স্বরূপ তিনি আত্মাহুতির পথে বিক্রমের বিবেককে জাগ্রত করে বিক্রমকে বাঁচাতে চেয়েছেন মোহের অন্ধকার নাগপাশ থেকে। তপতীর ভুমিকায় রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন, "সুমিত্রার মৃত্যুতে আসক্তির অবসান হওয়াতে সেই শান্তির মধ্যেই সুমিত্রার সত্যপোলব্ধি বিক্রমের পক্ষে সম্ভব হল"।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, 'রবীন্দ্রজীবনী' (তৃতীয় খণ্ড), ১৪২৬, কলিকাতা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থনবিভাগ, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৮
২. বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্র সাহিত্য বিচিত্রা' (রবীন্দ্রনাটকের রূপান্তর ও নামান্তর) ১৩৭৪, কলকাতা পৃ. ১২৮
৩. শিকদার, অশ্রু কুমার, 'রবীন্দ্র নাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য', ১৯৯৩, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স পৃ. ১১
৪. https://rabindra-rachanabali.nltr.org/print/1268
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯
৬. ঘোষ, শঙ্খ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', ১৯৬৯, পৃ. ১৯
৭. রায়, নীহার রঞ্জন, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভুমিকা' (অখণ্ড সং) পৃ. ৩৩৬
৮. Lucas, F.L. 'Tragedy in relation to Aristotle's Poetics', 1957, Hogarth Press, p. 110
৯. বসু, সোমেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাটকে ট্রাজিডি', ১৯৭৪, কলকাতা, টেগোর রিসার্চ ইন্সিটিউট, পৃ. ২২-২৩
১০. Bradley, A. C. 'Shakespearean Tragedy', 1949, Macmillan company, p. 7